بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধাভিযানে যাত্রাকালে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ যুদ্ধাভিযানে যাত্রাকালে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে ইতিহাসে আরও যা পাওয়া যায় তা হলো, মহানবী (সা.) প্রথমে **যূ-খুশুব** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন আর এভাবে বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট সময় পর পর যাত্রাবিরতি দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি (সা.) পুরো সফরে সুবিধাজনক সময়ে যোহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়েছেন।

পথিমধ্যে **হিজর** নামক স্থান অতিক্রমের সময় তিনি (সা.) বলেন, এখান থেকে তোমরা পানি পান কোরো না এবং এ পানি দিয়ে ওযূও কোরো না। সাহাবা (রা.) এ পানি দিয়ে আটার খামির তৈরি করেছিলেন, তিনি (সা.) তাও ফেলে দেয়ার কিংবা উটকে খাইয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন; কেননা এটি সামূদ জাতির কূপ ছিল, যারা খোদার পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি (সা.) আরেকটি কূপ দেখিয়ে বলেন, এ কূপ থেকে পানি উত্তোলন করো, যেখান থেকে হযরত সালেহ (আ.)-এর উট পানি পান করেছিল। তিনি (সা.) আরও বলেন, অত্যন্ত ভীতির সাথে এ স্থানটি অতিক্রম করো যেন সামূদ জাতির ন্যায় তোমাদের ওপর ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ না হয়। এরপর তিনি (সা.) নিজের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে দ্রুত সে স্থান অতিক্রম করেন।

এ সফরে মহানবী (সা.)-এর উটনী **কাসওয়া** হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় হযরত আম্মারা (রা.)-র তাবুতে অবস্থানকারী যায়েদ নামক এক মুনাফিক বলে, মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে নবী দাবি করেন, কিন্তু এতটুকুও জানেন না যে, এই হারিয়ে যাওয়া উটনীটি কোথায়? মহানবী (সা.) বলেন, **খোদার কসম! আমি ততটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবগত করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, অমুক উপত্যকায় এই উটনীটি রয়েছে।** এরপর সাহাবীরা সেখানে গিয়ে উটনীটি দেখতে পান এবং তাঁর কাছে নিয়ে আসেন।

যাত্রাপথে পাথেয়, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়। সাহাবা (রা.) পানি বহনকারী একটি উট যবাই করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) এর অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে বলেন, এভাবে তো বাহন কমে যাবে। এর পরিবর্তে আপনি যার কাছে যে খাবার আছে তা নিয়ে আপনার কাছে আসতে বলুন এবং তাতে বরকতের দোয়া করে দিন। কাজেই, মহানবী (সা.) সবার খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করান এবং তাতে বরকতের জন্য দোয়া করে দেন। ফলে তাতে এতো বরকত হয় যে, সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পরও খাবার বেঁচে যায়।

চলার পথে দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব হয়। এক পর্যায়ে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির হাতে কামড় দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি হাত তার ছুটিয়ে নিতে গেলে প্রথম ব্যক্তির দাঁত ভেঙ্গে যায়। এরপর প্রথম ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে দাঁত ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ প্রদানের আবেদন করে। তিনি (সা.) ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে বলেন, সে কী তোমার মুখে নিজের হাত রেখে দিবে যাতে করে তুমি তাকে কামড়ে দিতে পারো? অতএব, ক্ষতিপূরণের দাবিদার হওয়ার জন্য শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

যুদ্ধাভিযানের এই সফরে মহানবী (সা.) **ওয়াদিউল কুরায়** পৌঁছে এক মহিলার ফলবান খেজুর গাছ দেখেন। তিনি (সা.) সাহাবা (রা.)-কে বলেন, অনুমান করো এ বাগানে কী পরিমাণ খেজুর আছে। তিনি (সা.) নিজেও অনুমান করে একটি পরিমাপ বলেন আর বাগানের মালিককে বলেন, যখন ফল আহরণ করবে তখন দেখবে কী পরিমাণ হয়েছে? যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার সময় পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, মহানবী (সা.) যে পরিমাণ খেজুর হবে বলে অনুমান করেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ খেজুরই সেখানে হয়েছিল।

মহানবী (সা.) এক দিন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে সাহাবীদেরকে রাতে ঘটিতব্য ধূলিঝড় থেকে সতর্ক থাকতে বলেন আর নির্দেশনা দিয়ে বলেন, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না, কেউ একাকী বাইরে বের হবে না এবং নিজেদের উট বেঁধে রাখবে। কিন্তু দু'জন সাহাবী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে একাকী বাইরে বের হলে একজনের গলায় এক ধরনের রোগ হয় আর আরেকজনকে ঝড় নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি (সা.) অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন আর **তাঈ** গোত্রের লোকেরা অপর ব্যক্তিকে মদীনায় ফেরত নিয়ে আসে। এ সময় বৃষ্টি হয়, সেখান থেকে সাহাবা (রা.) পানির মশকও ভর্তি করে নেন।

এ সফরে বৃষ্টি বর্ষণের আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় আর তা হলো, একবার পানির প্রচণ্ড সংকট দেখা দেয়। সবাই এতটা তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন যে, মনে করতে থাকেন, আমরা হয়ত পানির অভাবে মরেই যাব। এক ব্যক্তি উট যবাই করে এর পাকস্থলী থেকে পানি বের করে পান করেছিলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে দোয়ার আবেদন করেন। তিনি (সা.) দুই হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বৃষ্টি শুরু হয় আর সবাই বৃষ্টির পানি দিয়ে নিজেদের মশক ভরে নেয়। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অগ্রপশ্চাতে আর কোথাও বৃষ্টি হয় নি, অর্থাৎ এটি সেখানে মুসলমানদের জন্য একটি নিদর্শন ছিল।

অনুরূপভাবে তাবূকের ঝর্নার পানি বৃদ্ধি পাওয়ার নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমরা আগামীকাল তাবূকে পৌঁছাবো, ইনশাআল্লাহ্ আর আমি না আসা পর্যন্ত কেউ পানি স্পর্শ করবে না। কিন্তু দু'জন সাহাবী পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে সামান্য পানি সংগ্রহ করেছিলেন ফলে মহানবী (সা.) তাদেরকে সাবধান করেন। অতঃপর লোকেরা তাঁর (সা.) নির্দেশে নিজেদের অঞ্জলিতে করে সেই ঝর্না থেকে অল্প অল্প পানি সংগ্রহ করেন। এভাবে একটি পাত্রে সামান্য পানি জমা হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) ওযূ করেন এবং অবশিষ্ট পানি ঝর্নায় ঢেলে দেন। ফলে সেই ঝর্নার পানি সবেগে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে আর লোকেরা তা থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে। এরপর মহানবী (সা.) হযরত মু'আয (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **হে মু'আয! তুমি যদি দীর্ঘায়ূ লাভ করো তবে এই স্থানটিকে বাগানে সুশোভিত হতে দেখবে।**

তাবূকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে হযরত **আব্বাদ বিন বিশর** (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি নিজের সাথিদের নিয়ে তাঁর (সা.) আশেপাশে ডিউটি দিতেন। একদিন ভোরবেলা তিনি মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমরা আপনার কাছাকাছি কারো তাকবিরের আওয়াজ পেয়েছি। আপনি কী আমাদের ছাড়া আর কাউকে পাহাড়া দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, না, তবে হতে পারে, কতক মুসলমান স্বেচ্ছায় এ কাজ করছে। তখন হযরত **সিলকান বিন সালামা** (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এমনটি করেছি আর আমি

আমার দশজন অশ্বারোহী নিয়ে বের হই এবং দায়িত্বরত ব্যক্তিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকি। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন।

তাবূকের সফরে প্রত্যেকবার শিবির স্থাপনের সময় কিছু লোক পেছনে রয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবা (রা.) মহানবী (সা.)-কে এ ব্যাপারে অবগত করলে তিনি (সা.) বলেন, বিষয়টি উপেক্ষা করো। হতে পারে এতে কোনো কল্যাণ রয়েছে। একজন ছিলেন হযরত **আবু যার** (রা.) যিনি বাহনের দুর্বলতার কারণে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি উট ছেড়ে দিয়ে মালপত্র মাথায় তুলে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তার সম্পর্কে বলেন, **আল্লাহ্ আবু যারের প্রতি কৃপা করুন; সে একাকী চলবে আর একাকী মৃত্যুবরণ করবে আর একাকী উত্থিত হবে**। আরেক বর্ণনানুযায়ী তিনি (সা.) বলেন, **বিশ্বাসীদের একটি দল তার জানাযা পড়বে**। মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত উসমান (রা.)-র যুগে এভাবে পূর্ণ হয়েছিল যে, হযরত আবু যার (রা.) একটি জঙ্গলে মারা গিয়েছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সেদিন সেদিক দিয়ে সফররত হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-র কাফেলা যাচ্ছিল, যারা তার জানাযার নামায পড়ে তার দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুসলমানদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত **আবু খায়সামা** (রা.) কোথাও গিয়েছিলেন, মদীনায় ছিলেন না। কয়েকদিন পর এসে তিনি তার দুই স্ত্রীর কাছে যুদ্ধাভিযানের ব্যাপারে জানতে পেরে বলেন, মহানবী (সা.) প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধে যাচ্ছেন আর আমি কীভাবে উত্তম পানাহার ও স্ত্রীদের নিয়ে এখানে অবস্থান করব? সবকিছু জানতে পেরে তিনি স্ত্রীদের বলেন, আমি তোমাদের কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসব না যতক্ষণ না মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হই। এরপর তার দুই স্ত্রী যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিলে তিনি সাথে সাথে যাত্রা করেন এবং কয়েক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছেন। মহানবী (সা.) দূর থেকে কাউকে আসতে দেখে এ বাসনা ব্যক্ত করে বলেন, সে যেন **আবু খায়সামা** হয়। তিনি পৌঁছার পর মহানবী (সা.) তাকে পেছনে রয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। আবু খায়সামা (রা.) সব খুলে বললে তিনি (সা.) তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করেন।

খুতবার শেষে হুযূর (আই.) দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, রাবওয়ার মসজিদে আহত আহমদীদের জন্য দোয়া করুন তারা যেন আশু আরোগ্য লাভ করেন এবং পাকিস্তানের বিরোধীরা যেন সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, কেননা সেখানে বিরোধীদের দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে মনে হয়। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানে নামমাত্র যুদ্ধবিরতি দেয়া হয়েছিল, কেননা পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনা থেকে এটিই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের সুরক্ষা করুন এবং অত্যাচারীদের ধৃত করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)